ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
স্বাস্থ্য বিভাগ
ডিএনসিসি স্বাস্থ্য বিভাগ এর মশকনিধন কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা

পটভূমিঃ

স্বাস্থ্য বিভাগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মূলত ভেক্টর (মশক) ব্যবস্থপনা, নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, টিকাদান কর্মসূচী, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ফুড-স্যানিটেশন, জনস্বাস্থ্য (পথ কুকুর ব্যবস্থাপনা, পশু জবাইখানা ব্যবস্থাপনা) ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য ঢাকা একটি মশকপ্রবন নগর। শীত ও গ্রীষ্মকালে এখানে কিউলেক্স মশা এবং বর্ষাকালে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মশক নিয়ন্ত্রণ সমস্যার এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যপ্রক্রিয়ায় কর্মপরিকল্পনা প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে নির্বাচনী ইশতেহার যা বর্তমানে জাতীয় প্রতিশ্রুতিতে পরিনত হয়েছে। সেই অনুযায়ী 'জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, মশা নিধণ বছরভর' শ্লোগানের আলোকে একটি পুর্নাঙ্গ ১৮০ দিন (২০২৫-২৬ অর্থবছরের ০৪ মাস এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ০২ মাস) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

মশক নিধন কার্যক্রম

প্রথম ৪ মাস (মার্চ-জুন ২০২৬):

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

উদ্দেশ্য

- প্রাক বর্ষাকালীন (মার্চ-মে) সময়ে কিউলেক্স এবং বর্ষাকালীন (জুন-) সময়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রন
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ এবং সমন্বিত মশক নিধন কার্যক্রম
- Surveillance system জোরদারকরণ
- জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
- সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়

১। নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম:

ক. সকালে লার্ভিসাইডিং এবং প্রজননস্থল অপসারণ/ধ্বংস

খ. সন্ধ্যাকালীন ফগিং কার্যক্রম

গ. কিউলেক্স মশা নিধনে ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যৌথভাবে বদ্ধ খাল-বিল, ড্রেন, নালা-নর্দমা ইত্যাদি হটস্পট গুলোতে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা ও ডিএনসিসি এর অন্তর্গত কচুরিপানা পূর্ণ ৬০০০ (ছয় হাজার) বিঘা কচুরিপানা পূর্ন জলাশয় পরিস্কার করার কার্যক্রম

২। বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম

ক. "শনিবারের অঙ্গিকার, নিজ নিজ বাসা-বাড়ি করি পরিষ্কার" স্লোগানের আলোকে প্রতি শনিবার সকাল ৮-১২ ঘটিকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও Institute Of Epidemiology Disease Control And Research (IEDCR) কর্তৃক প্রাপ্ত ২৫ টি ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা

খ. ডেঙ্গু বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডসমূহে মশার উৎপত্তিস্থল দূরীকরণে সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. "Operation Clean Home: Healthy lives" কর্মসূচির আওয়াতায় ৩৪ দিনের কর্মসূচিতে ২৫টি ওয়ার্ডে ৩৪টি অভিযান পরিচালনা করা

গ. Hospital Surveillance এর মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ এবং এসকল ঠিকানায় Quick Response Team (QRT) টীমের মাধ্যমে বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঘ. হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ এবং এসকল ঠিকানায় মশক নিধন কার্যক্রম

ঙ. বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক পাশাপাশি অধিকতর কার্যকর জৈব কীটনাশক Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI) পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শেষে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা

চ. ডিএনসিসি কর্তৃক ব্যবহৃত কীটনাশকের মান যাচাই এর জন্য ০৩ টি স্বনামধন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দৈবচয়ন ভিত্তিতে কীটনাশকের পরীক্ষা কর

ছ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য নাগরিক হটলাইন চালু

জ. স্কুল ও মাদ্রাসা কেন্দ্রীক মশক নিধন কর্মসূচি গ্রহণ, যার মাধ্যমে ডিএনসিসি'র অন্তর্গত ১২৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "Clean School: No Mosquito" শীর্ষক বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা। ঈদুল ফিতর পরবর্তী বিদ্যালয়/মাদ্রাসা সমূহ চালুর পূর্বেই মার্চ ২০২৬ এ কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঝ. রাজউক থেকে প্রায় ৩৩০০ নির্মানাধীন বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহপূর্বক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও রিহ্যাবের সদস্যবৃন্দের সাথে সচেতনতামূলক মতবিনিময় ও কার্যক্রম পরিচালনা

ঞ. মাতৃসদন কেন্দ্র, প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার এবং এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করার নিমিত্তে ১৫০০০ (পনেরো হাজার) কীট বিতরণ

ট. নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহায়তায় প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং মশার প্রজননস্থল সমূহ প্রদর্শন আয়োজন

ঠ. প্রতি বছর ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় কর্মরত নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নিকিৎসক, নার্স এবং জেনারেল প্রাকটিশনারগণের জন্য Clinical Management for Dengue Patient প্রশিক্ষনের অয়োজন করা

৩। গবেষণা ও উদ্ভাবন (Innovation)

ক. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় ডিএনসিসি এর আওতায় ০৫ অঞ্চলে দেশে প্রথম বারের মতো Entomological surveillance কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী চার মাসে উক্ত Surveillance এর আওতা বৃদ্ধি করা

খ. ডিএনসিস'র ওয়েব সাইট এ ডেঙ্গু ইন্টিগ্রেটেড ড্যাসবোর্ড গঠনের মাধ্যমে সকল ডেঙ্গু রোগীর হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্য, মশা ও লার্ভার ঘনত্ব, ডেঙ্গুর ঝুঁকি সূচক, এবং ডেঙ্গু আক্রান্তের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের কালার কোডিং নির্দেশিকা সন্নিবেশিত করা

গ. বর্তমানে ব্যবহৃত কীটনাশকের পাশাপাশি অন্যান্য কীটনাশক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা

ঘ. স্থানীয় সরকার বিভাগ এর টেকনিক্যাল কমিটি এর গাইডলাইন অনুযায়ী কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার এবং কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম

ঙ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর তত্ত্বাবধানে সিডিসির সহায়তায় একটি কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা

চ. ICDDR,B, IEDCR এবং দেশে-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে ডেঙ্গু/মশক নিধন সংক্রান্ত যৌথগবেষণা এবং গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান

ছ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত পূর্বাভাস- DNCC website এ মশার ঘনত্ব অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং AI ভিত্তিক ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস

জ. AI ভিত্তিক নাগরিকদের জন্য Chatbot প্রবর্তন

৪। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (Environmental Engineering)

ক. নিয়মিতভাবে মশার প্রজননস্থল অপসারণ ও ধ্বংস

খ. কিউলেক্স মশা নিধনে ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যৌথভাবে বদ্ধ খাল-বিল, ড্রেন, নালা-নর্দমা ইত্যাদি হটস্পট গুলোতে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা

গ. ডিএনসিসি এর অধিকাংশ খাল কচুরিপানা, ময়লা- আবর্জনা ও জলজ আগাছাপূর্ণ থাকে যা মশার উৎকৃষ্ট প্রজননস্থল। এসকল খালগুলো নিয়মিতভাবে বর্জ্য, কচুরিপানা অপসারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ড্রেজিং আবশ্যক। নিম্নলিখিত খালগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনায় ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নেতৃত্ব প্রয়োজন;

- গুলশান-বারিধারা লেকের উত্তর অংশ
- মগবাজার রেলগেইট সংলগ্ন হাতিরঝিল
- বিটিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন ডোবা
- গোডাউন বস্তি ও কড়াইল বস্তি সংলগ্ন ন্যাম ভিলেজ ঝিল ও টি এন্ড টি ঝিল
- উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের খিদির খাল
- সাতারকুল-১০০ ফুট ডুমনি সংলগ্ন সুতিভোলা খাল
- আফতাবনগর বনশ্রী সংলগ্ন রামপুরা খাল
- খিঁলগাও তালতলা সংলগ্ন বেগেরবাড়ির ঝিল
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার রানওয়ে সংলগ্ন প্রিয়ংকা সোসাইটির জলাশয়

৬। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা:

ক. জনসচেতনতা ও জনসংপৃক্ততার লক্ষ্যে নতুন স্টিকার/লিফলেট, বুকলেট প্রস্তুত করা হয়

খ. ইমামগণের মাধ্যমে প্রতিটি মসজিদে জুমার নামাজের আগে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করনীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়

গ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য নাগরিক হটলাইন/ওয়েবসাইট/এ্যাপস সক্রিয়

ঘ. বর্ষা মৌসুমে সতর্কতামূলক বাল্ক (Bulk) এসএমএস প্রদান ও টিভি স্ক্রল প্রচার

ঙ. ডিএনসিসি'র অন্তর্গত পুলিশ ফাঁড়ি-থানাসমূহ, মার্কেট, নার্সারি মালিক ও কাঁচা বাজার সমূহ নিয়মিতভাবে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি প্রদান, পরিদর্শন, নোটিশ জারী ও সচেতনতামূলক মতবিনিময় এবং কার্যক্রম পরিচালনা

চ. নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহায়তায় সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং মশার প্রজননস্থল সমূহ প্রদর্শন আয়োজন করা হয়

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন

ক. প্রতি ০৬ মাস অন্তর মশক সুপারভাইজার এবং মশক কর্মীদের রি-ফ্রেসার ট্রেনিং প্রদান

খ. ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় কর্মরত নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স এবং জেনারেল প্রাকটিশনারগণের জন্য Clinical Management for Dengue Patient প্রশিক্ষনের অয়োজন করা

৮। প্রত্যাশিত ফলাফল

ক. মশার ঘনত্ব হ্রাস

খ. এডিস মশার ঘনত্ব হ্রাস

গ. ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের হার হ্রাস

পরবর্তী ২ মাস (জুলাই-আগস্ট ২০২৬)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

উদ্দেশ্য

- মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার, অব্যহত ও টেকসইকরণ
- জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি অব্যহত রাখা
- নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি

১। মশক নিধন কার্যক্রম

ক. ডিএনসিসি'র অন্তর্গত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল সমূহে Cross Transmission রোধে মশক নিধনে নিয়মিত বিশেষ অভিযান ও মশক ট্রাপ স্থাপন

খ. উত্তরার ১০টি সেক্টরে পরিবেশ বান্ধব মশক ট্রাপ স্থাপন

গ. স্বাস্থ্য কর্মীদের (ইপিআই কর্মীদের) সাহায্যে বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর পরিসংখ্যান ও পরামর্শ প্রদান

ঘ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর তত্ত্বাবধানে সিডিসির সহায়তায় কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা

ঙ. আধুনিক পদ্ধতিতে মশক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন এর সাথে যৌথভাবে Sterile Insect Technique (SIT) এর উপযুক্ততা পরীক্ষার কার্যক্রম

নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ডিএনসিসি এর অঞ্চল-১, ২, ৩, ৪ ৫ ও ১০ এর আওতায় মোট ৬টি CRHCC এবং ৩১টি PHCC এর মাধ্যমে নগরবাসীকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। ডিএনসিসি **'সবার জন্য স্বাস্থ্য'** নীতির আলোকে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ) এর মাধ্যমে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং স্বল্পমূল্যে রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সম্পন্ন করছে। আগামী ০৬ মাসে নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডিএনসিসি নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে;

ক. বর্তমানে ডিএনসিসি এর কোন হাসপাতাল না থাকায় মহাখালী ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালকে একটি আধুনিক সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য সেবা ইউনিটে রুপান্তরের কার্যক্রম গ্রহন

খ. সেবার মান উন্নয়নে নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে Auto Motion ও E- prescription ব্যবস্থা প্রবর্তন

খ. ডিএনসিসি এর যেসকল অঞ্চল নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার আওতার বাহিরের সেসকল অঞ্চলসমূহে নগরস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই

গ. নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীদের স্ব স্ব Trade এ প্রশিক্ষন প্রদান

ঘ. নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের নিরাপদ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

ঙ. নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন

বিবিধ

ক. স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য সম্প্রসারিত টিকাদান (ইপিআই) কর্মসূচি যা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল হিসেবে বিবেচ্য। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় ডিএনসিসি মোট ৫৯ টি স্থায়ী এবং ৫১১ টি অস্থায়ী টিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কাভারেজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগামী ০৬ মাসে ডিএনসিসি E-tracker এর মাধ্যমে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রমে নগর টিকাদান কর্মসূচীকে শক্তিশালী এবং জিরো ডোজ এর হার কমানো ও কার্যকর টিকার হার বৃদ্ধি এবং ডিএনসিসি এর আওতায় কর্মরত EPI Supervisor এবং সকল টিকাদান কর্মীদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান

খ. দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত নগরবাসীকে স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে (NCD) আগামী ০৬ মাসে অন্তত ২টি CRHCC তে NCD Corner স্থাপন করা এবং Essential Drugs Company Limited (EDCL) এর সাথে সমন্বয়পূর্বক নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস রোগের প্রথম সারির ঔষধ স্বল্প মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা

গ. তামাক ব্যবহার জনিত অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ঘ. অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
স্বাস্থ্য বিভাগ
ডিএনসিসি স্বাস্থ্য বিভাগ এর মশকনিধন কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা

পটভূমিঃ

স্বাস্থ্য বিভাগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মূলত ভেক্টর (মশক) ব্যবস্থপনা, নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, টিকাদান কর্মসূচী, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ফুড-স্যানিটেশন, জনস্বাস্থ্য (পথ কুকুর ব্যবস্থাপনা, পশু জবাইখানা ব্যবস্থাপনা) ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য ঢাকা একটি মশকপ্রবন নগর। শীত ও গ্রীষ্মকালে এখানে কিউলেক্স মশা এবং বর্ষাকালে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মশক নিয়ন্ত্রণ সমস্যার এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যপ্রক্রিয়ায় কর্মপরিকল্পনা প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে নির্বাচনী ইশতেহার যা বর্তমানে জাতীয় প্রতিশ্রুতিতে পরিনত হয়েছে। সেই অনুযায়ী 'জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, মশা নিধণ বছরভর' শ্লোগানের আলোকে একটি পুর্নাঙ্গ ১৮০ দিন (২০২৫-২৬ অর্থবছরের ০৪ মাস এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ০২ মাস) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

মশক নিধন কার্যক্রম

প্রথম ৪ মাস (মার্চ-জুন ২০২৬):

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

উদ্দেশ্য

- প্রাক বর্ষাকালীন (মার্চ-মে) সময়ে কিউলেক্স এবং বর্ষাকালীন (জুন-) সময়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রন
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ এবং সমন্বিত মশক নিধন কার্যক্রম
- Surveillance system জোরদারকরণ
- জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
- সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়

১। নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম:

ক. সকালে লার্ভিসাইডিং এবং প্রজননস্থল অপসারণ/ধ্বংস

খ. সন্ধ্যাকালীন ফগিং কার্যক্রম

গ. কিউলেক্স মশা নিধনে ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যৌথভাবে বদ্ধ খাল-বিল, ড্রেন, নালা-নর্দমা ইত্যাদি হটস্পট গুলোতে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা ও ডিএনসিসি এর অন্তর্গত কচুরিপানা পূর্ণ ৬০০০ (ছয় হাজার) বিঘা কচুরিপানা পূর্ন জলাশয় পরিস্কার করার কার্যক্রম

২। বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম

ক. "শনিবারের অঙ্গিকার, নিজ নিজ বাসা-বাড়ি করি পরিষ্কার" স্লোগানের আলোকে প্রতি শনিবার সকাল ৮-১২ ঘটিকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও Institute Of Epidemiology Disease Control And Research (IEDCR) কর্তৃক প্রাপ্ত ২৫ টি ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা

খ. ডেঙ্গু বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডসমূহে মশার উৎপত্তিস্থল দূরীকরণে সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. "Operation Clean Home: Healthy lives" কর্মসূচির আওয়াতায় ৩৪ দিনের কর্মসূচিতে ২৫টি ওয়ার্ডে ৩৪টি অভিযান পরিচালনা করা

গ. Hospital Surveillance এর মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ এবং এসকল ঠিকানায় Quick Response Team (QRT) টীমের মাধ্যমে বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঘ. হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ এবং এসকল ঠিকানায় মশক নিধন কার্যক্রম

ঙ. বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক পাশাপাশি অধিকতর কার্যকর জৈব কীটনাশক Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI) পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শেষে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা

চ. ডিএনসিসি কর্তৃক ব্যবহৃত কীটনাশকের মান যাচাই এর জন্য ০৩ টি স্বনামধন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দৈবচয়ন ভিত্তিতে কীটনাশকের পরীক্ষা কর

ছ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য নাগরিক হটলাইন চালু

জ. স্কুল ও মাদ্রাসা কেন্দ্রীক মশক নিধন কর্মসূচি গ্রহণ, যার মাধ্যমে ডিএনসিসি'র অন্তর্গত ১২৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "Clean School: No Mosquito" শীর্ষক বিশেষ মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা। ঈদুল ফিতর পরবর্তী বিদ্যালয়/মাদ্রাসা সমূহ চালুর পূর্বেই মার্চ ২০২৬ এ কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঝ. রাজউক থেকে প্রায় ৩৩০০ নির্মানাধীন বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহপূর্বক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও রিহ্যাবের সদস্যবৃন্দের সাথে সচেতনতামূলক মতবিনিময় ও কার্যক্রম পরিচালনা

ঞ. মাতৃসদন কেন্দ্র, প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার এবং এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করার নিমিত্তে ১৫০০০ (পনেরো হাজার) কীট বিতরণ

ট. নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহায়তায় প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং মশার প্রজননস্থল সমূহ প্রদর্শন আয়োজন

ঠ. প্রতি বছর ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় কর্মরত নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নিকিৎসক, নার্স এবং জেনারেল প্রাকটিশনারগণের জন্য Clinical Management for Dengue Patient প্রশিক্ষনের অয়োজন করা

৩। গবেষণা ও উদ্ভাবন (Innovation)

ক. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় ডিএনসিসি এর আওতায় ০৫ অঞ্চলে দেশে প্রথম বারের মতো Entomological surveillance কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী চার মাসে উক্ত Surveillance এর আওতা বৃদ্ধি করা

খ. ডিএনসিস'র ওয়েব সাইট এ ডেঙ্গু ইন্টিগ্রেটেড ড্যাসবোর্ড গঠনের মাধ্যমে সকল ডেঙ্গু রোগীর হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্য, মশা ও লার্ভার ঘনত্ব, ডেঙ্গুর ঝুঁকি সূচক, এবং ডেঙ্গু আক্রান্তের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের কালার কোডিং নির্দেশিকা সন্নিবেশিত করা

গ. বর্তমানে ব্যবহৃত কীটনাশকের পাশাপাশি অন্যান্য কীটনাশক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা

ঘ. স্থানীয় সরকার বিভাগ এর টেকনিক্যাল কমিটি এর গাইডলাইন অনুযায়ী কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার এবং কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম

ঙ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর তত্ত্বাবধানে সিডিসির সহায়তায় একটি কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা

চ. ICDDR,B, IEDCR এবং দেশে-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে ডেঙ্গু/মশক নিধন সংক্রান্ত যৌথগবেষণা এবং গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান

ছ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত পূর্বাভাস- DNCC website এ মশার ঘনত্ব অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং AI ভিত্তিক ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস

জ. AI ভিত্তিক নাগরিকদের জন্য Chatbot প্রবর্তন

৪। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (Environmental Engineering)

ক. নিয়মিতভাবে মশার প্রজননস্থল অপসারণ ও ধ্বংস

খ. কিউলেক্স মশা নিধনে ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যৌথভাবে বদ্ধ খাল-বিল, ড্রেন, নালা-নর্দমা ইত্যাদি হটস্পট গুলোতে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা

গ. ডিএনসিসি এর অধিকাংশ খাল কচুরিপানা, ময়লা- আবর্জনা ও জলজ আগাছাপূর্ণ থাকে যা মশার উৎকৃষ্ট প্রজননস্থল। এসকল খালগুলো নিয়মিতভাবে বর্জ্য, কচুরিপানা অপসারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ড্রেজিং আবশ্যক। নিম্নলিখিত খালগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনায় ডিএনসিসি এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নেতৃত্ব প্রয়োজন;

- গুলশান-বারিধারা লেকের উত্তর অংশ
- মগবাজার রেলগেইট সংলগ্ন হাতিরঝিল
- বিটিসিএল অফিসার্স কোয়ার্টার সংলগ্ন ডোবা
- গোডাউন বস্তি ও কড়াইল বস্তি সংলগ্ন ন্যাম ভিলেজ ঝিল ও টি এন্ড টি ঝিল
- উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের খিদির খাল
- সাতারকুল-১০০ ফুট ডুমনি সংলগ্ন সুতিভোলা খাল
- আফতাবনগর বনশ্রী সংলগ্ন রামপুরা খাল
- খিঁলগাও তালতলা সংলগ্ন বেগেরবাড়ির ঝিল
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার রানওয়ে সংলগ্ন প্রিয়ংকা সোসাইটির জলাশয়

৬। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা:

ক. জনসচেতনতা ও জনসংপৃক্ততার লক্ষ্যে নতুন স্টিকার/লিফলেট, বুকলেট প্রস্তুত করা হয়

খ. ইমামগণের মাধ্যমে প্রতিটি মসজিদে জুমার নামাজের আগে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করনীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়

গ. ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য নাগরিক হটলাইন/ওয়েবসাইট/এ্যাপস সক্রিয়

ঘ. বর্ষা মৌসুমে সতর্কতামূলক বাল্ক (Bulk) এসএমএস প্রদান ও টিভি স্ক্রল প্রচার

ঙ. ডিএনসিসি'র অন্তর্গত পুলিশ ফাঁড়ি-থানাসমূহ, মার্কেট, নার্সারি মালিক ও কাঁচা বাজার সমূহ নিয়মিতভাবে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি প্রদান, পরিদর্শন, নোটিশ জারী ও সচেতনতামূলক মতবিনিময় এবং কার্যক্রম পরিচালনা

চ. নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহায়তায় সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং মশার প্রজননস্থল সমূহ প্রদর্শন আয়োজন করা হয়

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন

ক. প্রতি ০৬ মাস অন্তর মশক সুপারভাইজার এবং মশক কর্মীদের রি-ফ্রেসার ট্রেনিং প্রদান

খ. ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় কর্মরত নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স এবং জেনারেল প্রাকটিশনারগণের জন্য Clinical Management for Dengue Patient প্রশিক্ষনের অয়োজন করা

৮। প্রত্যাশিত ফলাফল

ক. মশার ঘনত্ব হ্রাস

খ. এডিস মশার ঘনত্ব হ্রাস

গ. ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের হার হ্রাস

পরবর্তী ২ মাস (জুলাই-আগস্ট ২০২৬)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

উদ্দেশ্য

- মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার, অব্যহত ও টেকসইকরণ
- জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি অব্যহত রাখা
- নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি

১। মশক নিধন কার্যক্রম

ক. ডিএনসিসি'র অন্তর্গত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল সমূহে Cross Transmission রোধে মশক নিধনে নিয়মিত বিশেষ অভিযান ও মশক ট্রাপ স্থাপন

খ. উত্তরার ১০টি সেক্টরে পরিবেশ বান্ধব মশক ট্রাপ স্থাপন

গ. স্বাস্থ্য কর্মীদের (ইপিআই কর্মীদের) সাহায্যে বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর পরিসংখ্যান ও পরামর্শ প্রদান

ঘ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর তত্ত্বাবধানে সিডিসির সহায়তায় কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা

ঙ. আধুনিক পদ্ধতিতে মশক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন এর সাথে যৌথভাবে Sterile Insect Technique (SIT) এর উপযুক্ততা পরীক্ষার কার্যক্রম

নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ডিএনসিসি এর অঞ্চল-১, ২, ৩, ৪ ৫ ও ১০ এর আওতায় মোট ৬টি CRHCC এবং ৩১টি PHCC এর মাধ্যমে নগরবাসীকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। ডিএনসিসি **'সবার জন্য স্বাস্থ্য'** নীতির আলোকে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ) এর মাধ্যমে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং স্বল্পমূল্যে রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সম্পন্ন করছে। আগামী ০৬ মাসে নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডিএনসিসি নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে;

ক. বর্তমানে ডিএনসিসি এর কোন হাসপাতাল না থাকায় মহাখালী ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালকে একটি আধুনিক সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য সেবা ইউনিটে রুপান্তরের কার্যক্রম গ্রহন

খ. সেবার মান উন্নয়নে নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে Auto Motion ও E- prescription ব্যবস্থা প্রবর্তন

খ. ডিএনসিসি এর যেসকল অঞ্চল নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার আওতার বাহিরের সেসকল অঞ্চলসমূহে নগরস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই

গ. নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীদের স্ব স্ব Trade এ প্রশিক্ষন প্রদান

ঘ. নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের নিরাপদ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

ঙ. নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন

বিবিধ

ক. স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য সম্প্রসারিত টিকাদান (ইপিআই) কর্মসূচি যা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল হিসেবে বিবেচ্য। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় ডিএনসিসি মোট ৫৯ টি স্থায়ী এবং ৫১১ টি অস্থায়ী টিকা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কাভারেজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগামী ০৬ মাসে ডিএনসিসি E-tracker এর মাধ্যমে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রমে নগর টিকাদান কর্মসূচীকে শক্তিশালী এবং জিরো ডোজ এর হার কমানো ও কার্যকর টিকার হার বৃদ্ধি এবং ডিএনসিসি এর আওতায় কর্মরত EPI Supervisor এবং সকল টিকাদান কর্মীদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান

খ. দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত নগরবাসীকে স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে (NCD) আগামী ০৬ মাসে অন্তত ২টি CRHCC তে NCD Corner স্থাপন করা এবং Essential Drugs Company Limited (EDCL) এর সাথে সমন্বয়পূর্বক নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস রোগের প্রথম সারির ঔষধ স্বল্প মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা

গ. তামাক ব্যবহার জনিত অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ঘ. অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা